

## নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কৌশল সমূহ (تكثير عدد الافتراء ومكائد أخري) ك. নানাবিধ অপবাদ রটনা (الإفتراءاة المختلفة)

হজ্জের মৌসুম শেষে নেতারা পুনরায় হিসাব-নিকাশে বসে গেলেন। দেখা গেল যে, অপবাদ রটনায় কাজ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এর দ্বারা যেমন প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে দুর্বল করা যায়। তেমনি সাধারণ মানুষ দ্রুত সেটা লুফে নেয়। কেউ যাচাই-বাছাই করতে চাইলে তো আমাদের কাছেই আসবে। কেননা আমরাই সমাজের নেতা এবং আমরাই তার নিকটতম আত্মীয় ও প্রতিবেশী। অতএব আমরাই যখন তার বিরুদ্ধে বলছি, তখন কেউ আর এ পথ মাড়াবে না। অতএব অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তারা অনেকগুলি অপবাদ তৈরী করল। যেমন-

তिनि (১) পাগল (২) किव وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجْنُون किन (১) পাগल (ع) किन (عَيْقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجْنُون পাগলের জন্য আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব? (ছাফফাত ৩৭/৩৬)। (৩) জাদুকর (৪) মহা মিথ্যাবাদী 🛈 🛐 কাফেররা বলল, এ লোকটি একজন জাদুকর ও মহা মিথ্যাবাদী' (ছোয়াদ ৩৮/৪)। (৫) পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيْرُ الأَوَّلِيْنَ 'এটা পূর্ববর্তীদের মিথ্যা উপাখ্যান ব্যতীত কিছুই नश़' (আনফাল ৮/৩১)। (৬) অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী يُقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ 'তারা বলে যে, তাকে শিক্ষা وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ किला तानुस' (नाश्न ১৬/১০৩), (٩) भिशा तिष्नाकाती وُقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ লোকেরা তাকে এব্যাপারে সাহায্য করেছে' (ফুরকান ২৫/৪)। (৮) গণৎকার فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَت رَبِّكَ بِكَاهِن 'অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো। তোমার প্রতিপালকের অনুর্গ্রহে তুমি গণক নও, উন্মাদও নও' ্তূর ৫২/২৯)। (৯) ইনি তো সাধারণ মানুষ, ফেরেশতা নন ويَمْشِي فِي ইনি তো সাধারণ মানুষ, ফেরেশতা নন وَقَالُوا مَال هَذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ ويَمْشِي فِي -তারা বলে যে, এ কেমন রাসূল যে খাদ্য ভক্ষণ করে ও হাট الْأَسْوَاق لَوْلاَ أُنزلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيراً বাজারে চলাফেরা করে? তার প্রতি কেন ফেরেশতা নাযিল করা হলো না, যে তার সাথে থাকতো সদা সতর্ককারী রূপে? (ফুরক্কান ২৫/৭)। (১০) পথভ্রষ্ট أَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُّلَاء لَضَالُونَ পথভ্রষ্ট وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُّلَاء لَضَالُونَ পথভুষ্ট (মখন তারা ঈমানদারগণকে দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট' (মুত্বাফফেফীন ৮৩/৩২)। (১১) ধর্মত্যাগী صَابِيءٌ वें فَإِنَّهُ صَابِيءً ْ 'আবু লাহাব বলত, তোমরা এর আনুগত্য করো না। কেননা সে ধর্মত্যাগী মহা মিথ্যাবাদী' (আহমাদ)। (১২) يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ জাদুগ্ৰস্ত يَقُولُ الظَّالِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ هَاكِمُ الْمُعْنَ الْمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ هَاكِمُ الْمُعْنَ الْمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ هَاكِمُ الْمُعْنَ لَا الظَّالِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ هَاكِمُ الْمُؤْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ هَاكِمُ الْمُؤْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ هَاكُمُ الْمُؤْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ هَاكُمُ الْمُؤْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ هَاكُولُ الظَّالِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ هَاكُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ إِنْ تَتَّبِعُونَ عَلَى الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُلْمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُ খালেমরা বলে, তোমরা তো কেবল একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ' (বনু ইস্রাঈল رَجُلاً مَسْحُوْراً ১৭/৪৭)। (১৫) 'মুযাম্মাম'। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামের বিপরীতে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) নামে ব্যঙ্গ কবিতা বলত (ইবনু হিশাম ১/৩৫৬)। (১৬) রা'এনা। মদীনায় হিজরত করার পর সেখানকার



দুরাচার ইহুদীরা রাসূল (ছাঃ)-কে 'রা'এনা' (رَاعِنَا) বলে ডাকত (বাক্বারাহ ২/১০৪)। তাদের মাতৃভাষা হিব্রুতে যার অর্থ ছিল شَرِيْرُنَا 'আমাদের মন্দ লোকটি'।[1]

এইসব অপবাদের জওয়াবে আল্লাহ বলেন, أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوْا لَكَ الْأَمْتَالَ فَصَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً 'দেখ ওরা কিভাবে তোমার নামে (বাজে) উপমাসমূহ প্রদান করছে। ওরা পথভ্রস্ট হয়েছে। অতএব ওরা আর পথ পেতে সক্ষম হবে না' (বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৮; ফুরকান ২৫/৯)। কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে এটাই হ'ল সর্বোত্তম জবাব।

## ফুটনোট

[1]. মুজাম্মা' লুগাতুল 'আরাবিইয়াহ (মিসর : ১৪০৯/১৯৮৮) ১/৫০৬; আরবী ভাষায় رَاعِنَا صِوْ 'আমাদের তত্ত্বাবধায়ক'। মাদ্দাহ الرعاية والحفظ এই লকবে ডেকে তারা বাহ্যতঃ মুসলমানদের খুশী করত। কিন্তু এর দ্বারা তারা নিজেদের ভাষা অনুযায়ী গালি (الرُّعُونَةُ) অর্থ নিত। সেকারণ আল্লাহ এটাকে নিষিদ্ধ করে انظُرْنَا ('আমাদের দেখাশুনা করুন') লকবে ডাকার নির্দেশ দিলেন (ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাকারাহ ১০৪ আয়াত)।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5222

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন